‘লক্ষ্য এখন সেরা ২৫-এ পৌঁছানো’

সানিয়া মির্জা

সাদা চোখে অর্জনটা বিস্ময়কর। উপমহাদেশের মেয়ে। মুসলমান। টেনিস কোর্টের নতুন সেনসেশন। হায়দ্রাবাদের সানিয়া মির্জা। সানিয়ার মুখেই শোনা যাক নিজের কথা...

লিখেছেন **হাসান জামান**

বাবা-মা আমাকে ছোটবেলা থেকেই শিখিয়েছে, যতক্ষণ কোর্টে আমার সেরাটা দিচ্ছি, হার-জিতটা কোনো ব্যাপার না।

আজ আমি যা, তার পুরোটাই তাদের আত্মত্যাগের ফসল। আল্লাহর আনুকূল্য আর প্রচুর পরিশ্রমের ফলাফল। যাই করি সেখানে আমার ২০০% ঢেলে দেই। বাকিটুকু আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেই। জন্মেছিলাম হায়দ্রাবাদে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা ইমরান আজিজ মির্জা পেশায় একজন নির্মাতা। মা একটি প্রিন্টিং প্রেস চালাতেন। সন্তান হিসেবে আমি অনেক প্রশ্রয় পেতাম। তখন ছিলাম পুরো পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান। আমার বোন আনাম জন্মেছিল আমার জন্মেরও সাড়ে ৭ বছর পর। আমাদের দু'জনের সম্পর্ক অসাধারণ। মাঝেমধ্যেই ঝগড়া করতাম। অবশ্য সবকিছুই মজা করে।

টেনিস খেলাটা শুরু করি যখন আমার বয়স ছয়। আসলে একদিন আমার কোচ বাবা-মাকে ডাকেন আমার খেলা দেখতে। কারণ একটি ছয় বছরের বালিকাকে এতোটা ভালো খেলতে কখনোই দেখেননি তিনি! তারপর থেকেই বাবা-মা আমার প্রতি অনেক মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তারা চাইতেন তাদের সন্তান যেন খেলোয়াড় হয়ে ওঠে। ছেলে হলে হয়তো আমি ক্রিকেটটাই খেলতাম। পরিবারে অনেকেই ক্রিকেট খেলতেন। বাবা মুম্বাই এবং হায়দ্রাবাদের পক্ষে খেলেছেন। দাদা ছিলেন হায়াদ্রাবাদের টেনিস চ্যাম্পিয়ন। ভারতের এক সময়ের ক্যাপ্টেন গুলাম আহমেদ আমার চাচা। আর এক সময়ের পাকিস্তান দলের ক্যাপ্টেন আসিফ ইকবাল আমাদের কাছের আত্মীয়। বিয়ের আগে বাবা ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক। এসব কারণে তারা চাইতেন আমি খেলাধুলা করি।

বাবা-মা বলতেন, সামর্থ্যের পুরোটুকু মাঠে ঢেলে দিতে পারলে হার-জিতটা ব্যাপার নয়। এ পর্যায়ে আসতে এ কথাটা সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে। আসলে বাবা-মার সমর্থন সব ক্ষেত্রেই খুব জরুরি। বাবা এক অর্থে আমার জন্য নিজের কেরিয়ারটাই বিসর্জন দিয়েছেন। বাবা-মা তাদের কেরিয়ার এবং অন্যান্য লক্ষ্যগুলোকে ছাড় দিয়েছেন আমার জন্য। ভারতীয় মেয়ে হিসেবে আমার জন্য একাকী ভ্রমণ করা সম্ভব ছিল না। তাদের জন্য এটা বড় চাপ ছিল। বাবা অথবা মা সব সময়ই আমার সঙ্গে গেছেন।

প্রথম বড় টুর্নামেন্টে খেলি যখন আমার বয়স মাত্র আট। সেটা ছিল জাতীয় পর্যায়ের খেলা এবং আমি জিতেছিলাম। তখন ঘুম থেকে উঠতাম সকাল ৫.৩০ মিনিটে। ৬টা থেকে ৭টা প্র্যাকটিস শেষে বাসায় ফিরতাম, তারপর দৌড়াতাম স্কুলে। স্কুলে আধাঘন্টা পর্যন্ত দেরিতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। স্কুল থেকে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে আবার প্র্যাকটিস। খেলার প্রভাব পড়ছিল

পড়ালেখায়। আমি সব সময়ই ভালো ছাত্রী ছিলাম। ৯৫% বা তার বেশি নম্বর পেতাম। তখন আমার রেজাল্ট খারাপ হতে লাগলো। তবু আমাদের হেড মিস্ট্রেস মিসেস জুং, যিনি মনসুর আলী পাতৌদির বোন, সবসময়ই খেলাটার প্রতি মনোযোগ দিতে বলতেন। ৯ বছর বয়সের মধ্যেই আমি কয়েকটি টুর্নামেন্ট জিতি। সবার আলোচনায় তখন আমি। সংবাদপত্রে আমার খবর ছাপা হতো। আমি এটা খুব উপভোগ করতাম। ১০ বছর বয়সে টেনিসই ছিল আমার সবকিছু। পরীক্ষার সময়েই সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হতো। তখন খেলা বন্ধ রেখে পড়তাম। তবু আর কখনোই আমি যাকে বলে ভালো ছাত্রী থাকতে পারিনি। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাদের জন্যই ক্লাস না করেও খেলতে পেরেছি। এখন হায়াদ্রাবাদের সেইন্ট মেরি'স কলেজে 'গণযোগাযোগ' বিভাগে অনার্স করছি।

এখন টেনিসই আমার জীবন। বাবা

হতাশা ও বিস্ময়

আমার সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক। তার উৎসাহেই এতদূর আসা। আমার সব খেলা দেখেন, দুর্বলতাগুলো নিয়ে কাজ করেন এবং গেম প্ল্যান তৈরি করেন। পেশাদার কোচ থাকার পরও সবকিছু দেখাশোনা করেন। আমার প্রথম কোচ ছিলেন শ্রীকান্থ। তারপর আরো ১২ জন কোচ বদলিয়েছি আমি। ডেভিস কাপ জেতা ভালুদেভ রেড্ডি এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নরেন্দ্রনাথও আমার কোচ ছিলেন। আমার খেলায় তাদের সবার প্রভাব আছে। বব ব্রেট, একজন অস্ট্রেলিয়ান আমার এখনকার কোচ। কাকতালীয়ভাবে তিনি এক সময় বরিস বেকারকেও কোচিং করিয়েছেন। মহেশ ভূপতির বাবা কৃষ্ণ ভূপতির একাডেমীতে আমি ট্রেনিং করেছি। গত তিন বছরে আমার খেলায় তিনি যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছেন। এখন তিনি আমার খুব ভালো বন্ধু এবং অনেক সাহায্য করেন। 'কোর্টে একজনকে খুব শান্ত এবং পরিপূর্ণ হতে হয়'- আমার এই মনোভাব তার কাছ থেকে পাওয়া।

শুরুর দিকে আমার কোচিং এবং অন্যান্য খরচ চালাতে বাবা-মা হিমশিম খেতেন। এমনকি সংসার চালাতে বাবা দিনে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। তারা অনেক কষ্ট করেছেন যেন আমি সব টুর্নামেন্টে যেতে পারি এবং সবচেয়ে ভালো কোচিং পাই। স্পন্সরশিপ ভারতে বড় সমস্যা। তবে আমি এ ব্যাপারে ভাগ্যবান। বাবা জিভিকে গ্রুপের

SUCCESS - IT'S A MIND GAME

780 GMAT | 667 TOEFL | 2300 GRE | NEW SAT | 9.0 IELTS | BASIC ENGLISH

BBA
MBA
IBA, NSU, IUB, AIUB, EWU & many more ...

IELTS
TOEFL & NEW SAT

BASIC ENGLISH
SPEAKING & WRITING SKILLS

*Open workshop on every 1st & 3rd friday of each month

DHANMONDI | SIDDESHWARI

Seize the day now...

পরিকল্পনামাফিক দ্রুত প্রস্তুতি নিন। আমাদের পন্ডিতেরা IBA-এর প্রাক্তন ছাত্র, নয়তো এখনো পড়ছেন। পন্ডিতদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা আপনাদের প্রচেষ্টাকে নিয়ে যাবে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। আয়ত্ত করুন আমাদের উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত Tricks, Techniques এবং Time management -এর মত প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো। (বলাই বাহুল্য, আমরাই হচ্ছি প্রথম যারা IBA ভর্তি কোচিংকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছি, ১৯৯৫ইং।) আমাদের সঙ্গে শুধু IBA কেন, অন্যান্য প্রস্তুতিমুলক পরীক্ষার জন্যও আপনাকে যোগ্য করে তুলবে।

আপনার প্রস্তুতি ও কোচিং প্রয়োজনীয়তার মুল্যায়নের জন্য আমাদের Evaluation Test দিন।

Practice on our experience..

Hotline 0189206023
Dhanmondi: 02-8154503
Siddeshwari: 0189206762

To enroll, walk-in/call
Pundits
Knowledge Harbour
Power your Knowledge

Dhanmondi: 726/A Satmasjid Road (near 15 no. bus stand)
Siddeshwari: 1 Siddeshwari Road (adjacent to Mouchak market)

anchor at our port

জিভিকে রেড্ডির কাছে স্পন্সরের আবেদন করেন। কৃষ্ণা রেড্ডি প্রথমে রাজি হননি। পরে আমার সঙ্গে খেলতে চান কেমন খেলি দেখতে। খেলায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি রাজি হন। তখন থেকেই আমার সফরগুলো তারা স্পন্সর করছে। জুনিয়র লেভেলে তারাই হয়তো প্রথম স্পন্সর। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই সময়টাতেই স্পন্সরটা সবচেয়ে বেশি দরকার। কোনো কিছু করে ফেলার পর নয়। সর্বভারতীয় টেনিস এসোসিয়েশন এবং অন্ধ্র প্রদেশ সরকারও আমাকে সাহায্য করেছে।

১৯৯৮ সালে আমি প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতি। এটা আমার জন্য অনেক অনুপ্রেরণার উৎস। ১৩ বছর বয়স থেকেই আমার দেশের বাইরে খেলতে যাওয়া শুরু। আমার প্রথম সফর ছিল পাকিস্তানে, ১৯৯৯ সালে। সেটা ছিল একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। সবাই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে সেখানে। ইউরোপেও সবাই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। তবে কিছু দেশ যেমন ইংল্যান্ডে খেলোয়াড়রা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে কদাচিৎ কথা বলে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়েরা নতুনদের সাদরে গ্রহণ করে নেয়।

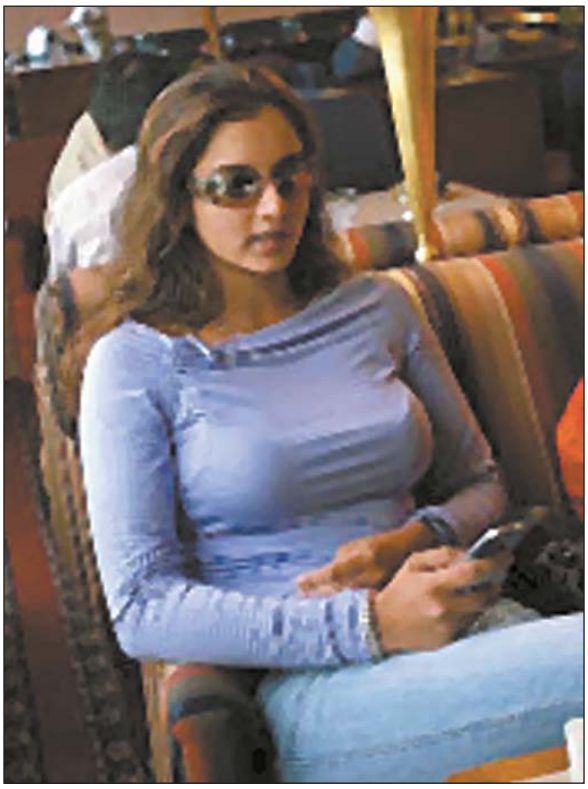

শুধু খেলা নয়, দেখতেও পছন্দ করেন সানিয়া

জেতাটা এখন একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ২০০১-এ অনূর্ধ্ব-১৬ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করি। লিয়েন্ডার পেজের সঙ্গে মিশ্র দ্বৈতে ব্রোঞ্জ পাই বুশানে ২০০২-এর এশিয়ান গেমসে। তাঁর মতো বড় খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রথমে উত্তেজিত ছিলাম। তিনি সেটা বুঝতে পেরে সম্পর্কটা সহজ করে নেন। পরে হায়দ্রাবাদে আফ্রো এশিয়ান গেমসে ৪টি সোনা পাই।

২০০৩ সালে উইম্বলডন জুনিয়র শিরোপা জেতা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আমি মনে করি এই শিরোপা ইংল্যান্ডের ঘাসের মাঠে ভারতের অর্জন যোগ্যতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। পরে ২০০৩ সালে প্রথম কোনো ডব্লিউটিএ টুর্নামেন্ট খেলি হায়দ্রাবাদে। সেখানে আমার পার্টনার ছিল মেরি পিয়ার্স। দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে গেলেও অভিজ্ঞতাটা অনেক বড় ছিলো। এরপর ২০০৩-এর ন্যাশনাল গেমসে ২টি সোনা জিতি। গত বছরটা তো স্বপ্নের মতো। মোট ৮টি টাইটেল জিতেছি।

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন খেলা ছিল গত বছরের গ্র্যান্ড স্ল্যাম। সেরেনা উইলিয়ামসের সঙ্গে খেলা বড় অভিজ্ঞতা। মিথ্যা বলা হবে যদি বলি আমি উত্তেজিত ছিলাম না। বড় খেলা, বড় খেলোয়াড়, সঙ্গে প্রচুর দর্শক- সবকিছু ছিল খুব উত্তেজক। আমি খুশি যে তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত যেতে পেরেছি। এ ব্যাপারে আমিই ভারতের প্রথম নারী। সত্যি বলতে কি, পুরস্কার এবং পরিচিতি আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা ভালো। তবে এখন কিছুটা সমস্যা হয়। ব্যক্তিগত জীবন অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয়। এখন পর্যন্ত আমি ৭০টি টাইটেল এবং অসংখ্য পুরস্কার জিতেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজীব রত্ন- যেটা উইম্বলডন জেতার পর পাই। পুরস্কার মনে একটি সুখানুভূতি ছড়িয়ে দেয়। তবে খেলাটা হল আসল কাজ, সঙ্গে দেশকে ভালোভাবে উপস্থাপন করা।

আমি যখন শুরু করি, একজন মেয়ের পক্ষে কোন খেলাকে পেশা হিসেবে নেয়া ছিল চিন্তার বাইরে। এখনো মানুষ আমাকে বলে, টেনিস ছেড়ে ঠিকমতো পড়ালেখা করো। এগুলো খুব বিরক্তিকর। আমিও অবশ্য হাল ছাড়ছি না। আমি সেটাই করবো যেটা আমার ইচ্ছা করে। অনেকে আছে সামনে প্রশংসা করে পেছনে সমালোচনা করে। 'বন্ধু'দের অনেকের আলোচনা হয়তো আমার স্কার্টটা কত ছোট! বন্ধু ছাড়াও অনেকেই এ রকম বলছে হয়তো। আগে এগুলো খুব লাগতো। কিন্তু এখন বড় হয়েছি। আমি মনে করি একজনের সেটাই করা উচিত যা তার মন চায়।

আমি মিনিস্কার্ট পরি এবং জানি অনেকেরই এতে আপত্তি আছে। কিন্তু অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো কাজও করি। প্রত্যেকদিন ৫ বেলা নামাজ এবং 'কুরআন' পড়ি, অনেকেই সেটা করে না। কাউকে কিছু বলার আগে নিজের দিকে তাকানো উচিত। কেউই নিখুঁত না। তাই অন্যেরা কি বলল সেটা কিছু যায় আসে না যতক্ষণ আমি আল্লাহ এবং বাবা-মা'র কাছে সৎ আছি।

সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আমি কখনোই নামাজ বাদ দেই না এমনকি রমজানে রোজাও রাখি। আমার কাছে ধর্মটা কোনো বাঁধা নয়। আমি ছোট জামা পরি কারণ সেগুলো অনেক আরামদায়ক। অনেক সময় অবশ্য মনে হয় ধর্মের দিক থেকে ঠিক করছি না। কিন্তু আমার পেশার কথা ভাবলে সেগুলো আমাকে পরতেই হবে। একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, আমি কখনোই অশ্লীলতার পক্ষে নই। কখনো ছিলাম না এমনকি হতেও চাই না।

আমি এমন তরুণ যে নিয়ম তৈরি করতে চায়, মেনে চলতে নয়। সেটাই আমি করি যেটা ভালো লাগে। জিন্সের জ্যাকেট ভালোবাসি সেটা সে সময়ের স্টাইল না হলেও। ভারতীয় এবং পশ্চিমা ধরনের ড্রেস আমার পছন্দ। কিন্তু জিন্সটা বেশি ভালো লাগে। সুগন্ধী আমার খুব প্রিয়। আমি কেনাকাটা করতে খুবই পছন্দ করি। র‍্যাপ এবং হিন্দি রিমিক্স গান আমার খুব প্রিয়। কমেডি ছবি দেখতে পছন্দ করি কারণ ৩ ঘন্টা কান্নাকাটি দেখা আমার জন্য অসম্ভব। পছন্দ করি অক্ষয় কুমার, ব্র্যাড পিট ও জন আব্রাহামকে। তিনজনই আমার দৃষ্টিতে সুন্দর পুরুষ।

এখন কিছু মডেলিংয়ের কাজ করছি। সেখানে আমাকে টেনিস খেলোয়াড় হিসাবেই দেখা যাবে। অশ্লীলভাবে নয়। আমি তারুণ্যের প্রতীক হতে চাই। কখনোই সেক্সসিম্বল নয়। আমি নিশ্চিত আমি কখনোই বিকিনির মডেল হবো না বা এমন বিজ্ঞাপন করবো না যেখানে আমাকে অশ্লীল দেখায়।

আমি বিশ্বাস করি হার-জিত খেলারই অংশ, জীবনেরও। প্রত্যেক ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে হারাতে চাই এবং ২০০% ঢেলে দেই। গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার পর লক্ষ্য ছিল প্রথম ১০০তে আসা। এখন সেটা বদলে সেরা ২৫-এ আসতে চাই। এখন আমার র‍্যাঙ্কিং ৭২। সামনে আরো অনেক খেলা। আশা করছি দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে পারবো।